বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ পৌরনীতি ও সুশাসন **১ম** পত্র

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও সুশাসন

নমুনা প্রশ্ন-০১

জামাল ও কামাল দু'জন ঘনিষ্ট বন্ধু। বন্ধু হলে ও তারা দু'জন দুটি আলাদা সংগঠনের সাথে যুক্ত। জামাল যে সংগঠনের সাথে যুক্ত সেটির মূল্য লক্ষ্য হলো সরকার গঠন করে দলের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা, অন্যদিকে কামালের সংগঠনের কাজ হলো নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ক্ষমতাসীনদের তথা সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো।

ক) আধুনিক গণতন্ত্র কিরূপ? ১

খ) উপদল কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে জামাল যে সংগঠনের সদস্য সে সংগঠনের বৈশিষ্ট্য গুলো কিরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের কামালের সংগঠন নয়, জামালের সংগঠনই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ-তুমি কি এ বিষয়ে একমত? হ্যাঁ হলে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

নমুনা উত্তর-০১

ক) উত্তরঃ পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক।

খ) উত্তরঃ রাজনৈতিক দলের মধ্যে যখন কোন কোন সদস্য দলীয় নীতি ও কর্মসূচির বিশেষ কোন ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে কিংবা সাধারণ স্বার্থের কথা ভূলে গিয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে উপদল বলে।
বস্তুতঃ উপদল হলো রাজনৈতিক দলের খন্ডিত রূপ। ফলে উপদলের কাঠামো, কর্মসূচি ও লক্ষ্য সংকীর্ণ। কেননা, উপদল গড়ে উঠে স্বার্থন্বেষী ব্যক্তিকে নিয়ে। এই ধরনের দল কোন আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না বলে এ সব দলের সদস্যের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে না। ফলে এই সব দল স্থিতিশীল হয় না। মূলত এই ধরনের দলকে কুচক্রী দল ও বলা হয়।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের জামালে সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল।
রাজনৈতিক হলো এমন এক সুসংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা লাভে সচেষ্ট হয়।
এই স্তরে রাজনৈতিক দলে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখবে। (পাঠ্য বই থেকে)

ঘ) উত্তরঃ উদ্দীপকের উল্লেখিত কামালের সংগঠনটি হলো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী।
চাসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হলো এমন এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল হলো এমন এক সংগঠন যার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকার গঠন করে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।
এই স্তরে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পার্থক্য লিখবে। (যা পাঠ্য বইয়ে দেওয়া রয়েছে)
(এরপরে নিচের বিষয়গুলো লিখবে)
আধুনিক গণতন্ত্র হলো প্রতিনিধিত্বমূলক। রাজনৈতিক দল হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ। তাই আমি উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি। কারণ রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার সফলতা কল্পনা করা যায় না। কেননা রাজনৈতিক দল একদিকে জনমত গঠন করে অন্যদিকে জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। তাছাড়াও বিভিন্নমুখী মতামতকে একত্রীকরণ ও স্বার্থে গ্রন্থী করণে মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়।
অন্যদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী শুধুমাত্র নিজ সংগঠনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করে থাকে। সাধারণ জনগণের কল্যাণ তাদের মূল লক্ষ্য নয়। তাই সংগত কারণে বলা যায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নমুনা প্রশ্ন-০২

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যায় জনাব রাব্বানী তার শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব সম্পর্কে পাঠ দান করতে গিয়ে বলেন, গনতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড ও সাফল্যের উপর। তিনি আরো বলেন যেখানে সুশাসন নেই সেখানে গনতন্ত্র ও থাকে না। উপযুক্ত নেতৃত্বই পারে রাষ্ট্রে সু-শাষন নিশ্চিত করতে।

ক) আব্রাহাম লিঙ্কন কে ছিলেন? ১

খ) সম্মোহনী নেতৃত্ব কি ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের অধ্যাপক রাব্বানী যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বলতে কোন ধরনের নেতৃত্বের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উপযুক্ত নেতৃত্বই পারে রাষ্ট্রে সু- শাসন নিশ্চিত করতে- উদ্দীপকের অধ্যাপক রাব্বানীর কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষন কর। ৪

নমুনা উত্তর-০২

ক) উত্তরঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

খ) উত্তরঃ কোন নেতা যখন তার বক্তব্য ও কাজ দ্বারা জনগনকে ভীষনভাবে অনুপ্রানিত, উদ্বুদ্ধ ও সম্মোহিত করতে সক্ষম হন, তখন সেই নেতৃত্বকে সম্মোহনী নেতৃত্ব বা যাদুকরী নেতৃত্ব বলা হয়, যাদুকর যেমন তার প্রদর্শনীর মাধ্যমে তার দর্শককে বিমোহিত করে রাখে ঠিক তেমনি কোন নেতা তার ভাষণ ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগনকে বিমোহিত ও প্রভাবিত করতে পারে। তখন ঐ ধরনের নেতাকে সম্মোহনী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন, বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমান, ভারতে মহাত্বাগান্ধী, ফিউবায় ফিদেল কাস্ট্রো প্রমুখ নেতাগনের কথা বলা যায়।

এধরনের নেতৃত্বের প্রতি জনগন অন্ধ আবেগে আপ্লুত হয়ে তাদের সকল আদেশ নির্দেশকে পাগলপ্রায় হয়ে হয়ে পালন করতে সচেষ্ট হন।

গ) উত্তরঃ যে নেতার মধ্যে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিদ্যমান তাকে বলিষ্ট ও যোগ্য নেতৃত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন, অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী।

বস্তুত, নেতৃত্ব হলো একজন ব্যক্তির সেই কাম্য গুণ বা গুণাবলী যা সমাজের বা রাষ্ট্রের ইস্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের উদ্দীপ্ত করে।

(এ স্তরে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী লিখতে হবে। পাঠ্য বই থেকে।)

ঘ) উত্তরঃ উপযুক্ত নেতৃত্বই পাবে রাষ্ট্রে সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আমি অধ্যাপক রাব্বানীর এ যুক্তির সাথে একমত নিচে তার কথাটি মুল্যায়ন করা যাক।

আমরা জানি সুশাসন হল সেই শাসন ব্যবস্থা, যে শাসনব্যবস্থায়, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বিদ্যমান এবং যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর।

(এ স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা গুলো পয়েন্ট আকারে লিখবে। পাঠ্য বই হতে)

সর্বশেষে নিচের অংশটুকু লিখবে

নেতৃত্ব হচ্ছে সামাজি গুণ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনা করাই নেতৃত্বের মূল কাজ। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নেতৃত্বর মূল কাজ। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অদূরদর্শী ও দুর্নীতি পরায়ন নেতৃত্বের কারণে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ও অপশাসনের কবলে পতিত। ফলে বর্তমান বিশ্বে সুশাসনের দাবী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উত্থাপিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। কেবল সুযোগ্য নেতৃত্ব পরিবর্তনশীল বিশ্বকে উপযুক্ত নেতৃত্বর প্রগতি ও সুশাসনের পথে এগিয়ে নিতে পারবে।

নমুনা প্রশ্ন-০৩

জনাব 'ক' জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই মুখ্য। জনাব 'খ" তারই দলের মনোনীত প্রার্থী। তিনি রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন। তিনি আদলত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা মওকুফ করতে পারেন কিন্তু জনাব 'ক' তা পারেন না, যদিও বা জনাব 'ক' কেই বলা হয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি।

ক) জাতীয় অর্থের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রণকারী কে? ১

খ) অর্থ বিল কি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) জনাব 'খ'এর সাথে বাংলাদেশের যে পদের ব্যক্তির মিল রয়েছে তাঁর পদমর্যাদা-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জনাব 'ক' বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

নমুনা উত্তর-০৩

ক) উত্তরঃ জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইন সভা।

খ) উত্তরঃ সাধারণভাবে 'অর্থবিল' বলতে সরকারের আয়-ব্যয় সম্বলিত বিলকেই বলা হয়ে থাকে।
'অর্থ বিল বলতে সেই বিলকে বোঝায় যে বিলে করারোপ, নিয়ন্ত্রণ, কর রদবদল, মওকুফ, দায় আরোপ, দায় রদবদল, ব্যয় মজুরি ইত্যাদি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। কোন বিল অর্থ বিল কিনা তা স্পীকার নির্ধারণ করেন। তবে অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হয়। এর পর অর্থমন্ত্রী অর্থবিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকের জনাব 'খ' এর সাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল রয়েছে।
বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তবে রাষ্ট্রপতি সকলের উর্ধ্বে পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তার নামে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালতি হয়।

ঘ) **উত্তরঃ** জনাব 'ক' হলেন জাতীয় সংসদের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী।
বাংলাদেশে যেহেতু সংসদীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেহেতু প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রী সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
(এ স্তরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী লিখবে। যা বই এ পাওয়া যাবে।)
সর্বশেষ লিখবে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এটি বই এ দেয়া আছে।

নমুনা প্রশ্ন-০৪

জনাব হাসান 'ক' নামক রাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার প্রধান। মন্ত্রীসভার প্রধান হলেও তাঁর কার্যক্রমের জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে ও মন্ত্রীসভার সদস্যদের আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আইন সভায় অনাস্থা আসলে বা সংক্যাগরিষ্ঠতা হারালে তাঁকে ও পুরো মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

ক) জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেন কে? ১
খ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কি? ২
গ) জনাব হাসানের দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে? এটির সাথে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার কি মিল রয়েছে?- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাই উত্তম সরকার ব্যবস্থা-কথাটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

নমুনা উত্তর-০৪

ক) উত্তরঃ রাষ্ট্রপতি।

খ) উত্তরঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হলো প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে গঠিত বিশেষ বিচার ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। এটি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের একটি অভিনব পদক্ষেপ।
এটির এখতিয়ার হলো প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলি প্রয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, অর্থদন্ড কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি সংক্রান্ত, এছাড়া সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেসব বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশ জারির এখতিয়ার নেই সেই সব প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের অন্তর্গত।

গ) উত্তরঃ উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব হাসানের দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।
সংসদীয় যে শাসন ব্যবস্থার শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য সংসদ বা আইন সভার নিকট দায়ী থাকে।
উপরিক্ত সরকার ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।
(এ স্তরে সংসদীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যে গুলো লিখতে হবে। ১ম পত্রের ৭ম অধ্যায় পাবে।)

ঘ) উত্তরঃ যে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান যে ব্যবস্থা দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক, আইনসভার সার্বভৌমত্ব, আইনের শঅসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রয়েছে সে ধরনের সরকারকে উত্তম সরকার বলা হয়।
(এ স্তরে সংসদীয় সরকারের গুণাবলী লিখতে হবে। ১ম পত্রের ৭ম অর্ধায়ে পাবে।)
কোন ধরনের সরকার উত্তম তা বলার উপায় নেই। কেননা একটি দেশের সরকার ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তা ঐ দেশের ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। এজন্য এদেশে যে সরকার উত্তম, অন্যদেশে তা নাও হতে পারে।

তবে বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের যে সকল আগ্রহ দেশে দেশে, সে প্রেক্ষিত বিবেচনা করে বলা যায়, সংসদীয় ব্যবস্থা হলো উত্তম সরকার ব্যবস্থা। যেহেতু আইনসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। জনগণের যতক্ষণ আস্থা থাকে ততক্ষণ সরকার টিকে থাকে। আর জনগণের আস্থা বলা যায় আধুনিক কালে সংসদীয় ব্যবস্থাই উত্তম।

নমুনা প্রশ্ন-০৫

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে শুধুমাত্র দু'জন প্রার্থী দেখে সে দেশের দল ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী আলী। সে পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দেশের দল ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল প্রকাশ করলে, তার বড় ভাই তাকে এ সম্পর্কে ধারণা দেয়। এরপর সে বাংলাদেশের দল ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সব দেশের দলব্যবস্থার মিল, অমিল খতিয়ে দেখতে শুরু করে।

ক) প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারকে কী ধরনের সরকার বলা হয়? ১

খ) সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান সে ব্যবস্থা আলী কি কি ইতিবাচক দিক খুঁজে পেতে পারে তা উপস্থাপন কর। ৩

ঘ) বাংলাদেশের দল ব্যবস্থার সাথে আমেরিকার দল ব্যবস্থার পার্থক্য দেখাও। কোনটি তোমার উত্তম মনে হয় কেন? ব্যাখ্যা দাও। ৪

নমুনা উত্তর-০৫

ক) উত্তরঃ দলীয় সরকার বলা হয়।

খ) উত্তরঃ রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল সরকার গঠন করে।

যে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ও জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দলকে বলা হয় গণতন্ত্রের প্রাণ। আর গণতান্ত্রিক সরকার কে বলা হয় দলীয় সরকার। এই রাজনৈতিক দল ছাড়া সরকার গঠনের কোন সুযোগই থাকে না।

গ) উত্তরঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শুধু মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল থাকে, তাকে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা বলা হয়।

(এ স্তরে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার গুণগুলো লিখবে। পাঠ্য বই থেকে।)

ঘ) উত্তরঃ আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের দল ব্যবস্থার পার্থক্য হলো সেখানে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আর বাংলাদেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা।

(এ স্তরে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ও বহু দলীয় ব্যবস্থার পার্থক্র গুলো লিখবে। পাঠ্য বই থেকে।)

সর্বশেষে লিখবে

বস্তুত, দেশে কাল পাত্র, সামাজিক, রাজনৈতিক, অবসথান ভেদে এক এক দেশে এক এক ধরনের দলীয় ব্যবস্থা কার্যকর। কেননা সকল দলীয় ব্যবস্থার গুণ যেমন রয়েছে তেমনি দোষ ও রয়েছে। যেমন দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সরকার গঠন বহুদলীয় ব্যবস্থা থেকে অনেক সহজ আর সরকার ও স্থিতিশীল হয় কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় তার ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে বহুদলীয় ব্যবস্থায় সকলের মত প্রকাশের সুযোগ থাকে এক স্বৈরাচার প্রতিরোধ কথা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে।

তাই কোন এক ধরনের দলীয় ব্যবস্থাকে উত্তম বলার সুযোগ নেই। সেই দেশে যে ব্যবস্থা মানিয়ে যায় সেটিই সেই দেশের জন্য উত্তম।